সুনান আদ-দারাকুতনী

হাদিস নাম্বারঃ ১৪২৭

৩. নামায (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৬৩. সফরকালে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

আরবী

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا : ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ بِبَيْرُوتَ أَخْبَرَنِي أَبِي ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ وَجَاءَهُ خَبَرُ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : الصَّلَاةَ ، فَسَكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : الصَّلَاةَ ، فَسَكَتَ فَقَالَ الَّذِي قَالَ لَهُ الصَّلَاةَ : إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ هَذَا عِلْمًا لَا أَعْلَمُهُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ مَا غَابَ الشَّفَقُ سَاعَةً نَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَكَانَ لَا يُنَادَى لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ـ وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ ـ وَقَالَا جَمِيعًا فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ سَاعَةً وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ أَيْنَ تَوَجَّهَتْ بِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

বাংলা

১৪২৭(৮). আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ ও আবু বাকর আন-নায়পুরী (রহঃ) ... ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা থেকে (মদীনার উদ্দেশে) রওয়ানা হলেন। এমতাবস্থায় তিনি (তার স্ত্রী) আবু উবায়েদ-কন্যা সাফিয়্যার মুমূর্ষ অবস্থার খবর জানতে পারলেন। তাই তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করেন। সূর্য ডুবে গেলে তার সঙ্গীদের একজন তাকে বলেন, নামায। তিনি নীরব থাকেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ সফর করেন এবং তাকে তার এক সঙ্গী বলেন, নামায। তিনি নীরব থাকেন, তারপর যে ব্যক্তি তাকে নামাযের কথা বলেছিল তিনি তাকে বলেন, নিশ্চয়ই তিনি এ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন যা আমি জানি না। তিনি সফর অব্যাহত রাখেন, এমনকি শাফাক (পশ্চিম দিগন্তের লালিমা) অন্তর্হিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর অবতরণ করেন এবং নামায পড়েন। তিনি সফররত

অবস্থায় নামাযের জন্য আযান দিতেন না। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে একত্রে মাগরিব ও এশার নামায পড়েন, তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কখনো দ্রুত সফর করতে হলে শাফাক অস্তমিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন এবং তিনি সফরকালে তাঁর জন্তুযানের পিঠে নফল নামায পড়তেন জন্তুযান যেদিকে চলতো সেদিকে মুখ করে। তিনি তাদের আরো অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করতেন (নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫১৬)।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=81216

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন